মায়ের হাতে উপবৃত্তি

প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাট পদক্ষেপ

সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৩০ লাখ শিশুর মায়েদের হাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা পৌঁছে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বহুমাত্রিক সুফল আছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এই উদ্ভাবনী সিদ্ধান্তটির জন্য সরকারকে আমাদের আন্তরিক সাধুবাদ। ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনটি উপজেলায় এই কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে উদ্বোধন করবেন। উপবৃত্তি আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এক বিরাট অগ্রপদক্ষেপ। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া একটি পুরনো দুরূহ সমস্যা হিসেবে রয়েছে। সুখের বিষয়, ঝরে পড়ার হার কমে আসছে। প্রাথমিকে মেয়েশিশুসহ ভর্তির হার বাড়ানোয় আমরা কামিয়াব। এই হার ৯৮ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করতে পারার হারও ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ সময়মতো অর্জন করতে পেরেছে। ঝরে পড়া রোধ করে শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হবে এবং নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ খুব দূর ভবিষ্যতের নয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাচ্ছিল। সব ছাত্রের উপবৃত্তি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যাভিসারী। প্রাক-প্রাথমিক ছাত্রের মাসে ১০০ ও প্রাথমিকের ছাত্রের ১৫০ টাকা সরকারি উপবৃত্তি তিন মাস অন্তর দেওয়া হয়। বণ্টনে যে কিছু সমস্যা রয়েছে তা আশা করা যায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ে দূর হবে। মায়েদের বিনামূল্যে ফোনসিম দেওয়া হবে। এতে প্রকৃত হিসাব রাখায় দুর্নীতি দূর হতে পারে। এ জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেমের দৃঢ় সুরক্ষা দরকার। শিশু সরাসরি মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত একজন মা-ও শিশুর প্রথম শিক্ষক। গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ের হাতে টাকা থাকলে তাতে সন্তান ও পরিবারের বেশি উপকার হয় এবং সন্তানের শিক্ষার নিশ্চয়তা বেশি থাকে। এদিক থেকে সরকারের সিদ্ধান্তটি পরিবারে নারীর ক্ষমতায়নকেও সহায়তা করে। দেশে গত দু'দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কারণ সরকারিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, ছাত্রের উপবৃত্তি, বিনামূল্যে বই, মিড-ডে মিল, ডিজিটাল কারিকুলাম প্রভৃতি। আমাদের বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী এবং এনজিওগুলোও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এখন প্রাথমিকে শিক্ষার্থী দুই কোটির বেশি। মোবাইলে উপবৃত্তি প্রথমে সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য চালু হচ্ছে এবং নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকার স্কুলগুলোতেও। তবে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য, ক্লাসরুমের অভাব প্রভৃতি ভৌত সমস্যা এবং গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদান, কোচিংয়ের ভূত তাড়ানো, বৈষম্য দূর করে সমরূপ শিক্ষা প্রবর্তন প্রভৃতি বড় বড় চ্যালেঞ্জও রয়েছে আমাদের সামনে।